জামায়াত নেতার অ্যাপার্টমেন্ট বাণিজ্য

সিটি কর্পোরেশনের জায়গায় ক্রিসেন্ট হোল্ডিংস এর বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট ভবন

রিপোর্ট : বদরুল আলম নাবিল

রফিকুন নবী জামায়াতের মজলিশে সুরার সদস্য। জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামীর গ্রামের বাড়ি পাবনা। রফিকুন নবীও একই এলাকার লোক। এ কারণে দলে এবং সরকারে তিনি বিশেষ আনুকূল্য পেয়ে থাকেন বলে জানা গেছে। উনি আগে করতেন জমি কেনা-বেচার দালালি। পুরনো অভিজ্ঞতা নিয়ে কয়েক বছর হলো শুরু করেছেন অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবসা। কোম্পানির নাম ক্রিসেন্ট হোল্ডিংস। রফিকুন নবী কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক। কোম্পানির চেয়ারম্যান জামায়াতের আরেক নেতা ডা. সুলতান আহমেদ। তাদের প্রথম প্রজেক্ট মিরপুর ১ নম্বরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিপরীতে। এই প্রজেক্টটি করতে গিয়ে তিনি সিটি কর্পোরেশনের প্রায় ২ একর জমি দখল করেছেন- এ অভিযোগ দীর্ঘদিনের।

১৯৮২ সালে মিরপুরের জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের ২.১৪ একর জমি সিটি কর্পোরেশনকে দেয়া হয় স্টক ইয়ার্ড এবং সাইড অফিস নির্মাণের জন্য। জমি হস্তান্তরের পর প্রায় এক দশক জমিটিতে অবকাঠামো নির্মাণ করে ফেলে রাখে ডিসিসি।

এই সুযোগে পার্শ্ববর্তী জমির মালিক রফিকুন নবী দখল করে নেন এই জমির সিংহ ভাগ। এরপর ট্রপিক্যাল হোমস্ নামে একটি ডেভেলপার কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে যৌথভাবে গড়ে তুলেছেন ৩টি সুবিশাল বিল্ডিং।

৩টি বিল্ডিংয়ের ১৬৩টি ফ্ল্যাট ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে। ২০০০ সালের শেষদিকে এই বিল্ডিংগুলোর কাজ ধরা হয়েছিল। অত্যন্ত দ্রুতবেগে দেড় বছরের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা হয়। কোম্পানির একই মানের ফ্ল্যাট যেখানে ১২ থেকে ২৫ লাখ টাকা বিক্রি করা হয়, সেখানে এখানকার ফ্ল্যাটগুলো মাত্র ৬ লাখ টাকা করে দ্রুত বিক্রি করে ফেলা হয়েছে।

২০০২ সালের ২৮ মে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবিরের সভাপতিত্বে এক পর্যালোচনা সভা হয়। এই সভায় এই অবৈধ দখলদারিত্ব অবসানের উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কিন্তু ঐ আলোচনা পর্যন্তই। এরপর আর কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি।

তবে এর পরপর গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের তৎকালীন চেয়ারম্যান আবু সাঈদ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে একটি চিঠি দেন। চিঠিতে বলা হয় 'সিটি কর্পোরেশনের সম্পত্তি বিভাগ এবং আইন বিভাগের নিষ্ক্রিয়তার কারণে এই জমি বেদখলে চলে গেছে যা অদ্যাবধি উদ্ধারের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

চিঠিতে জমিটি যে উদ্দেশ্যে ডিসিসিকে হস্তান্তর করা হয়েছিল তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হওয়ায় জমিটি গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।

এই জমি উদ্ধারের ব্যাপারে সিটি কর্পোরেশনের কোনো উৎসাহ কখনো দেখা যায়নি। ডিসিসির একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, অর্থের মাধ্যমে সবাইকে ম্যানেজ করা হয়েছে।' আরেকটি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা গেছে, গৃহায়ণ অধিদপ্তরের কাছে এই জমির মালিকানা বিষয়ে যেসব কাগজপত্র ছিল তা এই রফিকুন

নবী গায়েব করার ব্যবস্থা করেছেন। সাপ্তাহিক ২০০০ গত বছর জানুয়ারি মাসে এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট করার পর মিরপুর থানায় একটি মামলা করেছিল গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কাগজপত্র গায়েব হয়ে যাওয়ায় তা আদালতে দেখাতে পারেনি গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ। এ তো গেলো সরকারি জমি দখল করে অ্যাপার্টমেন্ট করার জালিয়াতি। অন্যদিকে পরিবেশ অধিদপ্তর যেখানে নিয়ম করে দিয়েছে ঢাকায় ৬ তলার অধিক উঁচু বাড়ি করতে পারবে না বিশেষ অনুমতি ছাড়া, এরা সেখানে ৯ তলা ৩টি বিল্ডিং করলো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই।

শুধু এই একটি প্রকল্পেই নয়, ক্রিসেন্ট হোল্ডিংয়ের পরবর্তী অন্যান্য প্রজেক্টগুলোতেও তিনি একই ঘটনা ঘটিয়েছেন। মিরপুর-২-এ হাউজিংয়ের জায়গায় ক্রিসেন্ট হ্যাভেন এবং ক্রিসেন্ট ভিউ নামে ২টি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং তৈরির কাজ হাতে নিয়েছেন। কোনো রকম অনুমতি ছাড়াই তিনি প্রচার করছেন বিল্ডিং হবে ৯ তলাবিশিষ্ট। একইভাবে ২৮৫ এলিফেন্ট রোডে আরেকটি প্রজেক্ট তিনি হাতে নিয়েছেন। মাত্র ১৬ ফুট রাস্তার পাশে ৯ তলা বিল্ডিং তৈরির ঘোষণা তিনি দিয়েছেন। ১৬ ফুট রাস্তার পাশে ৯ তলা বিল্ডিং করার নিয়ম নেই। তবে তিনি কিভাবে ৯ তলা বিল্ডিং করবেন।

এসব বিষয় নিয়ে রফিকুন নবীর সঙ্গে আমরা কথা বলার জন্য চেষ্টা করছিলাম দীর্ঘদিন থেকে। সবশেষে তিনি সাক্ষাৎ না দিলেও ফোনে উত্তর দিয়েছেন আমাদের প্রশ্নগুলোর। সিটি কর্পোরেশনের জমি দখল করে অ্যাপার্টমেন্ট করার ব্যাপারে তিনি বলেন, 'এই জমিটি যে গণপূর্ত বা সিটি কর্পোরেশনের সে বিষয়ে কোনো দলিলপত্র তারা দেখাতে পারেনি।'

অনুমতি ছাড়া ৯ তলা বিল্ডিং করার ব্যাপারে তিনি বলেন, 'যদিও আমরা প্রচার করছি ৯ তলা বিল্ডিং হবে কিন্তু আপাতত ৬ তলা তৈরি হচ্ছে।'

রফিকুন নবীর মতো আরো অনেকে দখল করে আছেন সিটি কপোরেশন এবং সরকারি বিভিন্ন সংস্থার মহামূল্যবান শত শত বিঘা জমি। সংশ্লিষ্ট সংস্থার উদাসীনতা এবং কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কারণে দখলদাররা পার পেয়ে যাচ্ছে। এদের শাস্তি কি কখনো হবে না?

ছবি : **খালেদ সরকার**

'জমিটি যে গণপূর্ত বা সিটি কর্পোরেশনের সে বিষয়ে কোনো দলিলপত্র তারা দেখাতে পারেনি'

রফিকুন নবী
এমডি, ক্রিসেন্ট হোল্ডিংস

ক্রিসেন্ট হ্যাভেন এবং ক্রিসেন্ট ভিউ-এর ৯ তলা বিল্ডিংয়ের নির্মাণ কাজ চলছে